# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

## জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - আগস্ট/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সাহায্য সংস্থাগুলোর জন্য 'অগ্নিপরীক্ষা': জাতিসংঘ
* হিরোশিমা দিবসে পরমাণু অস্ত্র বর্জনের আহ্বান জানালেন বান কি-মুন
* জাপানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে যাচ্ছেন জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদল
* সীমান্তে বিধি-নিষেধের কারণে গাজার অর্থনৈতিক অবনতি অব্যাহত-জাতিসংঘ
* কসোভোর ভবিষ্যত অবস্থান নির্ধারণের নতুন উদ্যোগকে বান কি মুনের অভিনন্দন

### দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সাহায্য সংস্থাগুলোর জন্য 'অগ্নিপরীক্ষা': জাতিসংঘ

**৬ আগস্ট-** দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে মৌসুমি বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বন্যায় বহু মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি এর ব্যাপকতা এতো বেশি যে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সরকার ও সাহায্য সংস্থাগুলোর জন্য এক 'অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ' হিসেবে দেখা দেবে।

জাতিসংঘের হিসাবে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে ২ কোটি লোক বন্যা আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

ইউনিসেফ বলছে, হাজার হাজার লোক তাদের ঘরবাড়ি, সম্পদ, গরু ছাগল ও ফসল হারিয়েছে। বন্যার পানি কমে গেলে তাদেরকে নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে।

জরুরি ভিত্তিতে তাদের আশ্রয়, বিশুদ্ধ খাবার পানি, খাদ্য, জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী ও গৃহস্থালি সরঞ্জাম দরকার।

গত শুক্রবার জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবি-উএফপি) বলেছে, তারা নেপালের বন্যা কবলিত ৬০ হাজার মানুষের জন্য তিন মাসের জরুরি খাদ্য সহায়তা পাঠাতে যাচ্ছে।

তবে বন্যা আক্রান্ত পরিবারের সংখ্যা ও বন্যা কবলিত প্রত্যন্ত এলাকার কথা উলে-খ করে সংস্থাটি বলছে, হিমালয়ের পাদদেশ ঘেঁষা এ দেশটির বন্যা আক্রান্তদের মৌলিক খাদ্য চাহিদা পুরণ করতে কমবেশি ১৫ লাখ মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

চলতি মৌসুমে কয়েক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে। ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে এ দুর্ভোগ ছাড়াও পাকিস্তানে গত জুনে ঘুর্ণিঝড় ইয়েমিন আঘাত হানার পর কমবেশি ২০ লাখ লোক বন্যা কবলিত হয়েছিল।

### হিরোশিমা দিবসে পরমাণু অস্ত্র বর্জনের আহ্বান জানালেন বান কি-মুন

**৬ আগস্ট**-জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, হিরোশিমা দিবস আমাদেরকে পরমাণুর বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা গুরুত্বের সঙ্গে মনে করিয়ে দেয়। জাপানের হিরোশিমা শহরে বিশ্বের প্রথম আনবিক বোমা হামলার ৬২তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন। এ বোমা হামলায় হিরোশিমা নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল।

হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে জাপানে অনুষ্ঠিত শান্তি স্মারক অনুষ্ঠানে পাঠানো বাণীতে বান কি-মুন বলেন, “আজ আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিশ্বকে আরও নিরাপদ করা।”তিনি আরো বলেন,জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকারীদের লক্ষ্যও তাই ছিল। নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি সার্গিও দ্য কোয়েইরোজ দোয়ার্তের মাধ্যমে পাঠানো বাণীতে মুন বলেন, “পরমাণু ঝুঁকিহীন বিশ্ব তথা পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে আমাদেরকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে।”

পরমাণু অস্ত্র বিস্তারের ধরনের উপর গুরুত্বারোপ করে মহাসচিব বলেন, সন্ত্রাসীরা পরমাণু অস্ত্র ও সরঞ্জাম সংগ্রহের চেষ্টা করায় পরমাণু হুমকি আরও জটিল হয়েছে।

পুর্বসুরীদের নিয়ে গত ২৫ বছর ধরে “শান্তির জন্য মেয়র” উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় বান কি-মুন তার বাণীতে হিরোশিমা ও নাগাসাকির মেয়রদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিশ্বের ১২০টি দেশের ১,৬০০ জনেরও বেশি মেয়র ইতিমধ্যে এ উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

শান্তি স্মারক অনুষ্ঠানের উলে-খ করে মহাসচিব বলেন, “এটা কেবল সারা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষকে ১৯৪৫ সালের পরমাণু হামলার ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেনি। বরং ভবিষ্যতে এ ধরনের অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন শহর যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে সেগুলোর প্রতিও মনোযোগ আকর্ষন করেছে।”

তিনি সাদাকো সাসাকির স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। হিরোশিমায় বোমা হামলার সময় সাসাকির বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। হামলার এক দশক পরে “আনবিক বোমা সংক্রান্ত” অসুখে ভুগে সে মারা যায়। মৃত্যুর আগে সে কাগজ ভাঁজ করে এক হাজার শান্তির সারস বানিয়েছিলো। “এটা আমাদের কান্না, এটা আমাদের প্রার্থনা। সারা বিশ্বে শান্তি”–সাসাকির এই কথাগুলো হিরোশিমার শান্তি পার্কে তার মুর্তির নিচে খোদাই করা রয়েছে।

বান কি-মুন বলেন, পরমাণু বিস্তারের রাশ টেনে ধরতে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে। একইসঙ্গে আর কখনো সাসাকির অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না-এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

## জাপানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে যাচ্ছেন জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদল

**৩ আগস্ট–** জাতিসংঘ পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থার পাঠানো ছয় সদস্যের আন্তর্জাতিক পরমাণু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদল রোববার জাপানে পৌঁছার কথা রয়েছে। গত মাসে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করতে ছয়দিনের সফরে তারা টোকিও আসছেন।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক মোহাম্মদ এল বারাদি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, জাপান সরকারের আমন্ত্রণে বিশেষজ্ঞদলের এ সফর আন্তর্জাতিক পরমাণু নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের জন্য উলে-খযোগ্য শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে।

এ দলে আইএইএ-এর দুজন বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা চারজন ভূমিকম্প নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তারা জাপানের পরমাণু ও শিল্পায়ন নিরাপত্তা সংস্থা (এনআইএসএ), পরমাণু নিরাপত্তা কমিশন (এনএসসি) ও কেন্দ্র পরিচালনা কর্তৃপক্ষ টোকিও বৈদ্যুতিক শক্তি কোম্পানির (টেপকো) চলমান মুল্যায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন।

বিশেষজ্ঞদল জাপানি কর্তৃপক্ষ ও আইএইএ মহাপরিচালকের কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেবেন। দলটি ১১ আগস্ট জাপান ত্যাগ করবে।

## সীমান্তে বিধি-নিষেধের কারণে গাজার অর্থনৈতিক অবনতি অব্যাহত-জাতিসংঘ

**২ আগস্ট–**সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধি-নিষেধের ফলে গাজা উপত্যকার অর্থনৈতিক মন্দা অব্যাহত রয়েছে। সীমান্তের যে সব পয়েন্ট দিয়ে গাজায় প্রবেশ করা যায় সেগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য খোলা রাখায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘ আজ এ কথা

জানিয়েছে।

জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক কার্যালয়ের (ওসিএইচএ) মতে, গাজার আমদানি নির্ভর বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কাঠ, নির্মাণ ও তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহ ইতিমধ্যে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

গাজার মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ আংশিকভাবে সচল রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান আগে আমদানি করে রাখা কাঁচামালের উপর নির্ভর করে সচল রয়েছে।

ওসিএইচএ জানিয়েছে, জুনের মাঝামাঝি গাজা সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। এ হিসেবে গড়ে দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ লাখ ডলার।

ওসিএইচএ আরও জানায়, ৫১ দিন ধরে মিশরে আটকে থাকা ৪১৪ জন ফিলিস্তিনি রোববার ও সোমবার নিতজানা ও ইরেজ সীমান্ত দিয়ে গাজায় প্রত্যাবর্তন করেছে। আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি মানুষ গাজায় প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন ‘ গাজা নগরীর ওপর অব্যাহত নিষেধাজ্ঞা মানবিক পরিস্থিতিকে আরো গুরুত্বর করে তুলবে যা কেবল মানুষের দুর্ভোগই বাড়াবে।

অন্যদিকে জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সংক্রান্ত কর্মকর্তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা এ ভু-খন্ডের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকির সম্মুখীন করছে, যেখানে ৩৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১৪ লক্ষেরও বেশি লোকের বসবাস।

## কসোভোর ভবিষ্যত অবস্থান নির্ধারণের নতুন উদ্যোগকে বান কি মুনের অভিনন্দন

**১ আগস্ট**- ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া প্রজাতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কসোভোর ভবিষ্যত অবস্থান বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে তাকে আজ মহাসচিব কফি আনান স্বাগত জানিয়েছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে সার্বিয়ার এই প্রদেশটি জাতিসংঘ প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে।

“আমি আশা করছি যে, অঙ্গীকারের নতুন এই সময়ে কসোভোর ভবিষ্যত অবস্থান নিয়ে একটি ঐক্যমতে পেঁছানো সম্ভব হবে যেটি জাতিসংঘের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার।” জনাব বান আজ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন।

বর্তমান স্থিতাবস্থা ‘দীর্ঘস্থায়ী নয়’ এ কথা বলে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি সমাধান খোঁজার আহবান জানান যেখানে ‘ কসোভোতে বাস করা সব সম্প্রদায়ের প্রধান সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সময়মত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং কসোভোর অবস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হবে।’
যোগাযোগ গোষ্ঠীর সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও রাশিয়া প্রজাতন্ত্র এই চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। তারা প্রিস্টিনা ও বেলগ্রেডের মধ্যে আলোচনার অগ্রগতি বিষয়ে আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে বান কি মুনের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। জনাব বানের বিশেষ প্রতিনিধি মারটিটি আহতিসারি ধীরে ধীরে প্রদেশটিকে স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়ে একটি প্রস্তাব দিলে নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই প্রদেশটিতে প্রতি ১০ জনে ৯ জন আলবেনিয়ান ও একজন সার্ব ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোক।

কসোভোর আলবেনিয়ান নেতৃত্ব স্বাধীনতাকে সমর্থন করে কিন্তু সার্বিয়া এটার বিরোধীতা করে।

জনাব বান বলেন, বিশ্ব সম্প্রদায় ‘নতুন অঙ্গীকারের এই সময়ে গঠনমুলক ভূমিকা’ পালন করবে। কসোভোর বিশেষ প্রতিনিধির অফিস এই সময়ে অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে পাশে এসে দাঁড়াবে এবং এই বিষয়ে তাদের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে

** ** **